তারিখ ... 30/3/78 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

দৈনিক বাংলা

237

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৮৪ : ৩০শে মার্চ, ১৯৭৮

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ

বয়োবৃদ্ধ যুগ-মনীষী অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ আর আমাদের মধ্যে নেই। গতকাল (বুধবার) সকাল দশটা পঞ্চাশ মিনিটে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগ শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। এই প্রবীণ চিন্তানায়কের তিরোধানের ফলে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও মনীষার জগতে এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ ছিলেন আমাদের সামাজিক জাগরণের সর্বশেষ আয়ুষ্মান অগ্রনায়কদের একজন। তাঁর লোকান্তরে গৌরবময় সেই যুগটির অবসান হল। ছিন্ন হয়ে পড়ল দুই শতাব্দীর উত্তরাধিকারের একটি প্রকান্ড যোগসূত্র।

উপমহাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ। একাধারে তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ, লেখক, রাজনীতিক, আইনজ্ঞ, বিদগ্ধ পন্ডিত এবং সমাজ সংস্কারক। আমাদের সমাজে একটি ব্যক্তি-চরিত্রে এমন বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয় এক বিরলদৃষ্ট ঘটনা। ১৮৯৩ সালে তাঁর জন্ম। ছিয়াশি বছরের আয়ুলাভ করেছিলেন তিনি সুদীর্ঘ এই জীবনের প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ ছিলেন আপন ব্রতচারনায়। অফুরন্ত কর্মোদ্যম এবং প্রাণপ্রাচুর্যের অধিকারী এই সাধক পুরুষ একটানা সত্তর বছর নিবেদিত ছিলেন শিক্ষা সাহিত্য আর সমাজ-হিতৈষণার কাজে। আমাদের সমাজ যখন শিক্ষা ক্ষেত্রে বেদনাদায়কভাবে পশ্চাদপদ সেই সংকট সন্ধিক্ষণে এই মানুষটি শিক্ষা বিস্তারের কাজকেই জাতীয় কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। দেশের ঐতিহ্যবাহী করটিয়া সাদত কলেজ তাঁর জীবনের এক অক্ষয় কীর্তি। এই কলেজের প্রতিষ্ঠা-অধ্যক্ষ হিসাবেই 'প্রিন্সিপাল' নামে তিনি সমাজে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তিনি করটিয়ায় জ্ঞান-তাপসের ব্রত পালন করেন।

আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং চিন্তার জগতে অসামান্য তাঁর অবদান। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এত বিপুল গ্রন্থ আমাদের মধ্যে আর কেউ লেখেননি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা পঁচান্নবইটি। এর মধ্যে গল্প, নাটক, উপকথা, জীবন-কাহিনী ও হাসির গল্পসহ শিশুসাহিত্য বিষয়ক বই উনিশটি। মুসলিম সমাজে তিনিই প্রথম নাট্য-আন্দোলনের অগ্রদূত। 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'কাফেলা' প্রভৃতি নাটক তাঁকে আমাদের নাট্য-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। 'আলু-বোখারা' তাঁর বিখ্যাত রস-রচনা। শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি, পর্যটন প্রভৃতি বিষয়েও তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা প্রচুর। 'বৌ বেগম' তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস। তিনি ১৮টি বিখ্যাত গ্রন্থের অনুবাদক। 'এনেকডোটস অব ইসলাম'-সহ তিনি চারটি ইংরেজি গ্রন্থের লেখক। তাঁর ২৪টি বই এখনও অপ্রকাশিত।

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ বৃটিশ যুগে ও পাকিস্তান আমলে বহু বছর প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, আচার্য প্রফুল্ল রায়, মহাত্মা গান্ধী এবং মওলানা ভাসানীসহ উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল কর্ম ও সাধনার এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর কীর্তি চির অম্লান হয়ে থাকবে। এখানেই আমাদের সান্ত্বনা। তাঁর আত্মা অনন্ত শান্তি লাভ করুক।